Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501020 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The role of Muhammad Shahidullah in the Propagation of the Bengali Language
বাংলা ভাষার প্রসারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

Dr. Krishna Prasad Chatterjee
Former Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 06th April 2026
Accepted on: 15th April 2026

Abstract:
Muhammad Shahidullah was a reflective linguist. With a scientific and discerning approach, he devoted himself to the study of the Bengali language. As a result, a new form of Bengali language was developed under his hands.Many aspects of the language were enriched by Shahidullah's research. From this perspective, his contribution to the development of Bengali is undeniable. By writing one book after another and numerous articles, Shahidullah nourished the Bengali language. Naturally, his research on the expansion of Bengali demands special recognition. Bearing this in mind, the present discussion attempts to outline the extent of Shahidullah's contributions to the promotion of the Bengali language. Accordingly, the primary aim of this analysis is to present, step by step, Shahidullah's contributions to the growth of Bengali. To make the Bengali language understandable and accessible to all, Muhammad Shahidullah wrote several works. It is in those works that his contributions to the development of Bengali are evident. Therefore, in the present discussion, his contributions are presented based on those books.

Key Words:
Bengali Language, Muhammad Shahidullah, Linguistic, Grammar, Dictionary

মূল প্রবন্ধ

একজন মননশীল ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও শাণিত দৃষ্টি নিয়ে শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে তাঁর হাত ধরে বাংলা ভাষার নতুন রূপ গড়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষার অনেক দিক শহীদুল্লাহের গবেষণায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই দিক থেকে বাংলা ভাষার প্রসারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান অনস্বীকার্য। একের পর এক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করেছেন শহীদুল্লাহ। স্বভাবতই বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর গবেষণা পৃথক অভিনিবেশ দাবী করে। এই কথা স্মরণে রেখে বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর অবদান কতখানি তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ধাপে ধাপে বাংলা ভাষার প্রসারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান তুলে ধরাই বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

 © Santiniketan Sahityapath

বাংলা ভাষাকে বুঝতে ও সকলের কাছে সহজবোধ্য করতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থগুলিতেই বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর অবদান ধরা পড়েছে। এজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে সেই গ্রন্থগুলি অবলম্বনেই বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা শহীদুল্লাহর তিনটি গ্রন্থকে গুরুত্ব দিয়েছি। যথা:

১. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

২. বাংলা ব্যাকরণ

৩. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

এই তিনটি বইয়ের আলোচনা একের পর এক ধাপে ধাপে করা যাক।

২

প্রথমেই 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইটির কথা বলা যাক। এই বইটি বর্তমানে বাংলাদেশের মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। আমাদের কাছে বইটির অষ্টম মুদ্রণ আছে। প্রকাশকাল, মে ২০১৪। এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর / সহানুভূতিশীল স্মৃতি স্মরণে'। বইটির ভূমিকা অংশের কথা একটু বলা যাক। এই ভূমিকায় শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

> **... আমি ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পত্রিকায় আমার An Historical Grammar of the Bengali Language-এর ভূমিকা প্রকাশ করি। ১৯২১ সালের জুনে আমি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হই। ১৯২৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত আমি এখানে একেশ্বর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করি। তাহার পরও আমি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার অধ্যাপকরূপে এবং বাঙলা একাডেমীর পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের প্রধান সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছি।**[১]

এই ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা বিষয়ক গবেষণার কথা জানিয়েছেন। এবং নিজে বাংলা ভাষা গবেষণার নতুন দিক উদ্‌ঘাটনের কথা বলেছেন। এই বইয়ে শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমারের সঙ্গে নিজের মতানৈক্যের কথাও জানিয়েছেন। লিখেছেন:

> **"নাসৌ মুনির্যসা মতং ন ভিন্নম" ন্যায় অনুসারে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার যে মতানৈক্য আছে, তাহা আমি ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি। সুধীগণ মতদ্বৈধের বিচার করিবেন। আমি এই আলোচনায় অনুভব করিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার এখনও বহু ক্ষেত্র আছে; আমি তাহা আমার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক ব্যতীত বিশেষরূপে আমি আমার প্রাক্তন অধ্যাপক যুল্ ব্লক এবং আর পিশেল-এর পুস্তকদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।**[২]

শহীদুল্লাহ এই বইটি মোট তেরোটি পরিচ্ছেদে লিখেছেন। বইটির উপক্রমণিকা: বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই অংশে শহীদুল্লাহ খুব সুন্দরভাবে বাংলা ভাষার ইতিহাসটি সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করেছেন। শুরু করেছেন এইভাবে:

> **বাঙ্গালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী জেলার ভাষা বাঙ্গালা। বর্মার আরকানের ভাষাও বাঙ্গালা। ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা।**[৩]

শহীদুল্লাহ ভাষার জীবন্ত রূপ হিসেবে ভাষার কথ্য রূপকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং বাংলা ভাষার নানা কথ্যরূপের তালিকা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> ... স্থানভেদে বাঙ্গালার কথ্যরূপ নানাবিধ। "একজন লোকের দুইটা ছেলে ছিল" ইহা সাধু ভাষা। এই বাক্যটী নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে —
>
> কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ,
>
> হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান — অ্যাক জন লোকের দুটি ছেলে ছিলো।
>
> মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম) — এক লোক্কার দুটা পো থাইল।
>
> মালদা — য়্যাক ঝোন্ ম্যানে্শর দুটা ব্যাটা আছে্লা।
>
> মানভূম — এক লোকের দুটা বেটা ছিলো।[৪]

© Santiniketan Sahityapath

এইরকম অনেক উদাহরণ দিয়েছেন শহীদুল্লাহ। যাতে উচ্চারণ, শব্দ ও ব্যাকরণের পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন।

শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বইয়ে বাংলা ভাষার যুগ বিভাগও করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে কাল অনুসারে চার যুগে ভাগ করেছেন। যথা:

নব্যযুগ (১৮০০ খ্রি: অ: হইতে)
মধ্যযুগ (১৩৫০-১৮০০ খ্রি: অ:)
সন্ধিযুগ (১২০০-১৩৫০ খ্রি: অ:)
প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রি: অ:)[৫]

এইরকম যুগবিভাগ হয়তো সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার যুগ বিভাজনে শহীদুল্লাহর ভাবনা একেবারে মৌলিক। শহীদুল্লাহ প্রতি যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। তা তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বইটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় কীভাবে বিদেশী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে তার সুন্দর উল্লেখ করেছেন শহীদুল্লাহ। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> **চৈতন্যপর কালে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ইহার ফলে বাঙ্গালা শব্দাবলীতে বহু বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করে। গৌড়ের সুলতান হুসয়ন শাহের রাজত্ব কালে পর্তুগীজেরা প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসে (১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে)। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে, সৈনিকবৃত্তির জন্য কিংবা ধর্মপ্রচারার্থ তাহারা বসবাস করিতে থাকে। এক সময়ে পর্তুগীজ ভাষা বর্তমানে ইংরেজির ন্যায় বাঙ্গালায় অনেকে বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিক পর্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিয়া বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ হইতে আগত কতকগুলি শব্দ এই — আতা আনারস, ইস্পাত, কপি, কাবাব, কামরা কেরানী, গরাদে, গামলা গির্জা, গুদাম, চাবি জানালা ...**[৬]

এই কথাগুলির সঙ্গে বাংলায় কীভাবে ডাচ ও ফরাসি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে তাও বলেছেন।

শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বইটিতে বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ কবে হয়েছে সে সম্পর্কেও নিজের ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।..."[৭]

বাংলা ভাষার আরম্ভ প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহর ভাবনা খুবই অভিনব। তিনি ভাষার স্বরূপও আলোচনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কেও নিজের ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> **ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষায় জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা-প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ের ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নামকরণ হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষা বলিতেছি, তাহার ঠিক পূর্বে কি ভাষা ছিল, এখন এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃতপিঙ্গালে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মানসোল্লাসে এই গৌড় অপভ্রংশের কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।...**
>
> **...এই গৌড় অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এই জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে এক সময়ে গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত।**[৮]

শহীদুল্লাহ 'গৌড়ীয় অপভ্রংশ' থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেছেন। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার জন্ম প্রসঙ্গে তাঁর মত খুবই অভিনব। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভবে আমরা নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করি।

শহীদুল্লাহ এই বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও আরো প্রাসঙ্গিক বিষয় উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন যা বাংলাভাষার পরিচয় লাভে খুবই উল্লেখযোগ্য দলিল। সেক্ষেত্রে এই বইয়ে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা হতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিকধারা। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত, বিভিন্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখা, প্রাচীন বাংলা থেকে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর, বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব, বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব, বৈদেশিক প্রভাব, বাঙ্গালার উপভাষাসমূহ, পাশ্চাত্য উপভাষা-প্রাচ্য উপভাষা, বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব, আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি, স্বরাঘাত, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন, প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন, কারক-বিভক্তির ইতিহাস প্রভৃতি। এই বইয়ের 'আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি'

পরিচ্ছেদটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিচ্ছেদে আধুনিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কীভাবে করতে হবে তার পথ নির্দেশ করেছেন শহীদুল্লাহ। তিনি লিখেছেন:

> **আধুনিক বাঙ্গালার শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আদিম প্রাকৃতে যাইতে হইবে। সংস্কৃতের মধ্যে আদিম প্রাকৃতের অধিকাংশ শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে ধৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে আমাদিগকে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে মূল আদিম প্রাকৃত শব্দটি পুনর্গঠিত করিতে হইল। যেমন 'তুমি' এই শব্দটি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন-তুমি < ম. বা., তুহ্মি, তোহ্মে < প্রা.বা., অপ., প্রাকৃত, পালি তুম্হে < আদিম প্রাকৃত তুষ্মে (সংস্কৃত য়ুয়ম্)**[৯]

এইরকম নানা উদাহারণ দিয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তির মূল সূত্র নির্দেশ করেছেন। এইরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। তা তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বইটি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

আলোচ্য বইয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন' পরিচ্ছেদটি গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে শহীদুল্লাহ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তনের দিকটি খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। পরিচ্ছেদের প্রথমেই শহীদুল্লাহ লিখেছেন:

> **শব্দের আদি স্বর প্রাচীন স্তর হইতে আসিয়াছে। যে স্থানে মূলে আদিস্বরের পর যুক্তবর্ণ ছিল সে স্থলে দীর্ঘস্বর হইবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালা বানান সংস্কৃত অনুসারে হওয়ায় মূলের ন্যায় বানানে হ্রস্ব স্বরই লিখিত হয়, কেবল মূল অকার স্থানে আকার বানানে প্রদর্শিত হয়, কিন্তু হিন্দী ইত্যাদিতে এরূপ স্থলে দীর্ঘস্বর লিখিত হয় (অবশ্য সব, বটে প্রভৃতি কতিপয় স্থলে মূল অকার আকার হয় নাই)।**[১০]

এইরকম প্রতি ক্ষেত্রেই শহীদুল্লাহ স্বরধ্বনির পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনটিও দেখিয়েছেন। যেমন দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন' পরিচ্ছেদের 'যুক্তাক্ষরের বিবর্তন' প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> শব্দের আদিবর্ণ যুক্তাক্ষর হইলে তাহাদের একীকরণ হয়। সাধারণতঃ আদিবর্ণের 'র' ফলা, 'ব' ফলা 'য' ফলা ইত্যাদি স্থানে ফ-লার লোপ হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় বর্তমান থাকে। বাঙ্গালায়ও এরূপ। যথা —

প্রা.ভা.আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ক্রীণাতি	কিণই	কিনে
ব্রাহ্মণ	বম্হণ	বামন
গ্রাম	গাম	গাঁ
ত্রীণি	তিণ্ণি	তিন
হ্রদ	দহ	দহ
প্রতিবেশী	পড়িবেসী	পড়শী
ব্যাঘ্র	ব্ঘ	বাঘ
দ্বে	দুবে	দুই[১১]

এইরকম নানা পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন।

আলোচ্য বইয়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 'কারক-বিভক্তির ইতিহাস'। শহীদুল্লাহ এই পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে কারক-বিভক্তির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি পরিচ্ছেদটির শুরুতেই বলেছেন:

> **হিন্দ-য়ুরোপায়ণ যুগে আমরা আটটি কারক দেখিতে পাই। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদদ্বয়কে এই আটটির মধ্যে ধরা হইয়াছে। প্রা.ভা. আ. ভাষাতেও এই আটটি কারক ছিল। অশোকের পরবর্তী মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধ উভয়ই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সূচিত হইত, যেমন বুদ্ধায় নমঃ স্থানে পালি বুদ্ধস্স নমো। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাল পর্যন্ত তিনটি বচন ছিল। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় কেবল একবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হইত। ভাষার বিভিন্ন স্তরে শব্দরূপে আমরা সাদৃশ্যমূলক (analogus) গঠন দেখিতে পাই। প্রা.ভা.আ. ভাষার কাল পর্যন্ত কারকগুলি সংহতিমূলক (synthetical) ছিল। ম.ভা. যুগ হইতে বিশ্লেষণমূলক হইতে আরম্ভ হয়। এই বিশ্লেষণমূলক (analytical) কারক পালির পর আরম্ভ হয়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রভাব সংস্কৃতের উপর লক্ষিত হয়, যথা - প্রা.ভা. আ. মহ্যম্, ম.ভা. মহাম্, মৎকৃতে, মম কৃতে।**

> **প্রা.ভা. আর্য ভাষায় করণ কারকের বিভক্তির দ্বারা করণত্ব ও সহ কারত্ব উভয়ই বুঝাইত, যথা - 'তেন। ইহার অর্থ ছিল 'তাহাদ্বারা' বা 'তাহার সহিত'। সংস্কৃতে সহার্থ বুঝাইবার জন্য তৃতীয়ার সহিত পৃথক্ সহার্থ বোধক শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা- তেন সহ, তেন সার্ধম, তেন সার্থম।... অপভ্রংশ যুগে বর্ণলোপ ও বিকারের ফলে এবং সাদৃশ্যমূলক গঠন দ্বারা অনেকগুলি কারক বিভক্তি প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য তাহার পরবর্তী নব্য ভা.আ. ভাষা স্তরে কারক বিভক্তিগুলি নূতনরূপে গড়িবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে আমরা কারক অব্যয়ের ব্যবহার দেখিতে পাই।**[১২]

কারক সম্পর্কে এই ভাবনা খুবই অভিনব এবং মৌলিক। এছাড়া শহীদুল্লাহ কারকের নানা শ্রেণি যথা কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া আলোচ্য পরিচ্ছেদের 'শব্দাবলী' অংশে বাংলা ভাষার শব্দের উৎপত্তির কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলী নিম্নলিখিত বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে:

১। হিন্দ-য়ুরোপায়ণ (Indo-European) মা < মাতা, ভাই, < ভাইয়া < ভ্রাতৃক...

২। হিন্দ-ঈরাণীয় বা আর্য - পো < পুত্র, ন হাত < হস্ত...

৩। ভারতীয় আর্য:-

(ক) তদ্ভব - বোন < ভগিনী, নুন < লবন,

(খ) প্রাকৃতভব-গাছ < পালি গচ্ছ; আছে < পা. অচ্ছতি, ...

(গ) দেশী- বোঁচা, খাঁদা...

১,২,৩ পর্যায়ের শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ (heritage)। ইহার অতিরিক্ত শব্দগুলি কৃতঋণ (borrowed বা loan) শব্দ। তাহার কয়েকটি শ্রেণী আছেঃ-

(ক) সংস্কৃত হইতে গৃহীত- মধু, মিষ্ট, জল, মুখ...(তৎসম শব্দ)

(খ) ভারতীয় অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত- যথা,- কোল ভাষা হইতে :- কুড়ি, ঢেঁকি, চাউল, গণ্ডা...

(গ) বৈদেশিক ভাষা হইতে:-

পারসী-হাজার, মোরগ,...

আরবী- কলম, দোয়াত,...

তুর্কী- কঞ্চি, খান...

পর্তুগীজ-কামরা, বালতি,...

ওলন্দাজ-হরতন, রুইতন,

ফরাসী-ওলন্দাজ, তোয়ালে,...

ইংরেজী- টেবিল, চেয়ার

ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যথা —

জাপানী-রিক্‌শ;

আরবী-জিরাফ;

কঙ্গো-জেব্রা;

মালয়ী-সাগু;

তিব্বতী-লামা;

অস্ট্রেলিয়ান-কাঙ্গারু;

আমেরিকান-তামাক,...

চীন-লিচু,চা।

তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে কতক প্রাচ্য গোষ্ঠীর নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্ট শব্দ, যথা-চোখ <চক্ষুঃ(হিন্দী ইত্যাদি আঁখি<অক্ষি); চুল<চূড়া, (হিন্দী ইত্যাদি বাল<বার)...[১৩]

আলোচ্য অধ্যায়ের 'বাক্যরীতি' অংশ সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে শহীদুল্লাহ বাংলা বাক্যরীতি সম্পর্কে খুবই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমে বাংলা বাক্যের পদক্রম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার

মতো বাংলা ভাষাতেও বাক্য মধ্যে প্রথমে কর্তা তারপরে কর্ম এবং সবশেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। বাংলা বাক্যে পদক্রমের এই আলোচনার পর শহীদুল্লাহ বাংলা বাক্যরীতির মোট ছয়টি বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন যা বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই বইয়ের পরিশিষ্ট অংশের 'বাঙ্গালা ভাষার কুলজী' অংশটি উল্লেখযোগ্য। এই অংশটি আলোচ্য বইয়ের এক উল্লেখযোগ্যসংযোজন। এই অংশে শহীদুল্লাহ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষা এসেছে তার বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্মগত বিবর্তনটি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য বইয়ের এই তালিকা খুবই মূল্যবান।

৩

'বাংলা ব্যাকরণ' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা থেকে। প্রকাশকাল ১৩৪২ সন। এই বইটি বাংলা ভাষা নিয়ে শহীদুল্লাহর উল্লেখযোগ্য বই। বইটিতে শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। এবং প্রতি ক্ষেত্রে বাংলা ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি খুঁজে বার করেছেন। এখানে বইটির আলোচনা করা যাক।

বইটির 'ভূমিকা' অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। ভূমিকার প্রথমেই লিখেছেন:

> **চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে। ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।" ইহার পর তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিবিধ বিষয় লইয়া কয়েকটি মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।**[১৪]

রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়া শহীদুল্লাহ ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, যোগেশচন্দ্র রায় — এঁদের ব্যাকরণ রচনার কথা জানিয়েছেন।

বাংলা ব্যাকরণের অভাব দূর করার জন্যই শহীদুল্লাহ ব্যাকরণ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি ব্যাকরণ রচনায় মৌলিক ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> **আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষা-শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীরই জন্য রচিত। এইজন্য যেমন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃতের এই ঋণ বঙ্গভাষা পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় কখনও হয়ত চুকাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী। তবুও এই গ্রন্থে কতক এমন বিষয় আছে, যাহা আমার বহুবর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে নূতন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আমি সহজ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইৎ-সহ প্রত্যয়গুলি উল্লিখিত হয়। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যয়টি যে কি, তাহা নূতন শিক্ষার্থীর সহজবোধ্য হয় না। আমি ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। ...**[১৫]

এখানে শহীদুল্লাহ ব্যাকরণ রচনায় মৌলিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। যাতে ধাপে ধাপে শহীদুল্লাহ নিজের ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য বইয়ে ব্যাকরণের নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। বইটির 'ধ্বনিপ্রকরণ', 'শব্দপ্রকরণ', 'ব্যাক্য-প্রকরণ' অংশে ব্যাকরণের নানাদিক খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। শহীদুল্লাহ বেশ যত্নের সঙ্গে ব্যাকরণের প্রতিটি বিয়য় উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। তিনি বইটির প্রথমেই ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারপর বাংলা ভাষার সংজ্ঞা ও লিখিত ভাষার দুই রূপ সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি খুব সহজভাবে বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> **৪। ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে হইলে ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। অতএব যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (Bengali Grammar)।**[১৬]

শহীদুল্লাহ প্রদত্ত বাংলা ব্যাকরণের এই সংজ্ঞাটি খুবই মূল্যবান। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ব্যাকরণের সহজ রূপটি খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

আলোচ্য বইয়ে শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন ভাগ নির্দেশ করেছেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণের মোট পাঁচটি ভাগ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> **বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয়সমূহকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বা প্রকরণে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ধ্বনি প্রকরণ (Phonology), শব্দ প্রকরণ (Accidence), বাক্য প্রকরণ (Syntax), ছন্দ প্রকরণ (Prosody), অলঙ্কার প্রকরণ (Rhetoric)। প্রত্যেক প্রকরণে তাহাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলা হইবে।**[১৭]

শহীদুল্লাহ প্রতিটি ভাগের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষার প্রসারের জন্য তিনি এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে সকলের কাছে বাংলা ভাষা সহজবোধ্য হয়, সকলে বাংলার ব্যাকরণটি ঠিক বুঝতে পারে। এজন্য তিনি বেশ ধাপে ধাপে আলোচনা করেছেন। শহীদুল্লাহ ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যাকরণের নানা বিষয়ের সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে। এখানে শহীদুল্লাহ প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা দেখা যাক। যেমন শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রথমে উদাহরণ দিয়েছেন। তারপরে সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> ৬। "এ", "ও", ইহারা প্রত্যেকে এক একটী ধ্বনি এবং ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ আছে। "বাগান", "ফুল", "ফোটা", ইহাদের প্রত্যেকটী কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি এবং এই ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকের অর্থ আছে। এইগুলি শব্দ। অতএব অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word)বলে।[১৮]

বাক্যের সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> ৭। "বাগানে ফুল ফুটিয়াছে।" এখানে ঐ-সমস্ত শব্দ দ্বারা একটী সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে। উহা একটী বাক্য। অতএব একটী সম্পুর্ণ মনোভাব যে-সমস্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।[১৯]

আবার পদের সংজ্ঞায় বলেছেন:

> ৮। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "বাগানে", "ফুল", "ফুটিয়াছে", এই তিনটী অংশ আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের একটী বিশেষ অর্থ আছে। এইগুলি এক একটী পদ। অতএব বাক্যের প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে পদ (Parts of Speech) বলে।[২০]

বর্ণের সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> ৯। "বাগান" এই শব্দে ব্ আ গ্ আ ন্ এই ধ্বনিগুলি আছে। ইহাদের প্রত্যেকটী যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহা বর্ণ। অতএব শব্দের ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকটী যে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাকে বর্ণ (Letter)বলে।[২১]

অক্ষরের সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> ১০। "বাগান" এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে বর্ণগুলিকে "বা" এবং "গান" এইরূপে ভাগ করিতে হয়। আমরা "বাগান" শব্দে "বা" এবং "গান" এই দুই অক্ষর আছে বলিব। অতএব কোনো শব্দে যে বর্ণসমষ্টি এক সময়ে একত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর (Syllable) বলে।[২২]

এইভাবে প্রতিটি সংজ্ঞা ও তার বিশ্লেষণে শহীদুল্লাহ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা কেবল উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি। এইরকম প্রতিটি সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্মাণে শহীদুল্লাহ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শহীদুল্লাহ প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল। যার মধ্য দিয়ে ব্যাকরণের প্রতিটি দিক খুব সহজভাবে বোঝা যায়।

সব মিলিয়ে শহীদুল্লাহ ব্যাকরণের বইটিতে বাংলা ব্যাকরণের স্বরূপ যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে বাংলা ব্যাকরণের অনেক দিক খুব সুন্দরভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এই দিক থেকে বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রচারে শহীদুল্লাহ লিখিত *বাংলা ব্যাকরণ* বইটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

৪

বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর অনবদ্য কীর্তি 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে। বইটিতে শহীদুল্লাহ প্রধান সম্পাদক। এর সঙ্গে এই বইয়ে অনেকজন উপদেষ্টা উপসংঘে আছেন। যথা: সৈয়দ আলী আহসান (সভাপতি), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সদস্য), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (সদস্য), অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (সদস্য), অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (সদস্য), ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ (সদস্য)।

এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষা চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য দলিল। গ্রন্থটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে বাংলা ভাষার উচ্চারণের নানা দিক। বিশেষ করে বাংলাদেশের আঞ্চলিক উচ্চারণের বিভিন্ন দিক এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। এই কাজটি শহীদুল্লাহ অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গো সম্পাদনা করেছেন। যার ফলে কাজটি শুধু এই কালে নয় ভবিষ্যতেও সকল পাঠকের কাছে এবং বাংলা ভাষার চর্চায় আবেদনযোগ্য হয়ে থাকবে।

আলোচ্য বইয়ের প্রথমে প্রসঙ্গা-কথা ও ভূমিকা অংশে অভিধান রচনার প্রচেষ্টা ও ইতিহাসটি জানা যায়। এখানে তাই কিছু তথ্য প্রসঙ্গা-কথা অংশ থেকে নেওয়া যাক। বইটির প্রসঙ্গা-কথা অংশে অভিধানটির পরিচয় প্রসঙ্গো আছে:

> **বাংলা একাডেমী থেকে বিগত একটি দশকে যতগুলো গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে তিনখণ্ডে সমাপ্ত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যজগতের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত এই গ্রন্থ দেশে ও বিদেশে বাংলা একাডেমীর গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আঞ্চলিক শব্দের সংযোজন ও সেই সব শব্দের যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। ...**[২৩]

এর থেকে বোঝা যায় অভিধানটিতে বেশ যত্নের সঙ্গো আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন শব্দ পরিচয় ও অর্থ ব্যাখ্যাসহ সংকলন করা হয়েছে।

আলোচ্য বইয়ে কীভাবে শব্দ সংকলন করে আঞ্চলিক ভাষার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার নমুনা স্বরূপ কিছু শব্দ অভিধান থেকে উৎকলন করা যেতে পারে। যেমন,

অঅগা = [বা]-বিণ. বোকা।। অঅগার মত চাইয়া থাহো ক্যা? [অঅগঁ,অজ্ঞ সং]

অওন্ =[চট্ট,কুমু]-ক্রি.বিণ.এখন।। অওন্ ট্যাহা দেঅন লাগ্ব।[,এখন]...

অংগনি =[চট্ট]-বি. কোন মেয়ে অংগ-হারা হইলে তাহাকে এই নামে ডাকা হয়।। অংগনির যামাই ন আসে।

অংগারি = [খু]-বি.কয়লা।। [,অংগার+ই প্র.]।[২৪]

আঅরি = [কুম]-বি. তরকারী বিশেষ।। আঅরি বন্নার লাইগ্যা পাওয়া যায় না।

আইখ্ড়া = [রা]-বি. মাছ বিশেষ।। আইখ্ড়া মাছের শাদ্ আছে।[২৫]

ইওল্ = [বা] বি. হিমেল বাতাস।। [হীওল,শীঅল,, শীতল]

ইকারি = [ম] বি.পানদান।। ইকারিত্ পান্ নাই।[২৬]

উইওল্ = [চট্ট]-বি. উঠিবার স্থান।

উইতাপ্ = [ম]-বি. পিপাসা।।[উত্তাপ]।[২৭]

এডিয়ার্ = [চট্ট]-ক্রি. বিণ. এখানকার, এই জায়গার।। [এ দিককার]।

এতিন্ = [নো]-সর্ব. তিনি, উনি।।[এতি+ন(সম্মানার্থে)]।[২৮]

এ্যাওত্ = [খু]-বি. জোর ঠাণ্ডা বাতাস।।[২৯]

ঐক্কা = [রং] অব্য. ঐটি, ঐ জিনিসটা।। ঐক্কা হামাক দে। [ঐ খানা]।

ঐতিরিক্ [কু,পা]-ক্রি. বিণ. ঐ পর্যন্ত।।ঐতিরিক্ আমার্ কাম্।[দেখ ঐতরিক][৩০]

ওংগা = [কুম, চা,ম]-বি. শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি।।[অনু.]

ওগার্ = [ম] বি. মাচা।। ওগারে মট্কা আসে।[৩১]

ঔত্তো = [সি]-অব্য. এই যে।। ঔত্তো হিতে বারিত্ আইসে।[এইতো]।

ঔরপি = [কুম]-বি. ছল চাতুরী।। ঔরপি করনের্ যাগা পাওনা বুযি।[৩২]

কঅর্ = [চট্ট]-বি. কাপড়।। কঅর্ পিন্ধম্। [কাপড়]।[৩৩]

কড়ালি = [রা] বি. কচি আম।। ঝাল দিয়া কড়ালি খাতে ভাল লাগে।[৩৪]

কাই = [ঢা] তরকারী বিশেষ।। হোবা কাই দিয়া খাইতে বালা।[৩৫]

কাকি = [বা] বি. নৌকায় লগি রাখার খুঁটি।।[৩৬]

কিচ'ড় = [ব]-বি. কাদা, পাঁক।।'কিচ'ড়ে পদ্দফুল্'। [কীচড় হিং/ কচ্চর সং]।[৩৭]

কির্পা = [ঢা] বি. কৃপা, দয়া।। অদমেরে কির্পা কর খোদা। [কৃপা][৩৮]

কুইচ্ = [ফ]-বি. আগাছা বিশেষ। [দেখ কুঁচ][৩৯]

© Santiniketan Sahityapath

কুইট্ = [ফ]-বি. জিদ।। মেয়ে কুইট্ করে বশে আসে।[কোট]![৪০]…
কুইড়ো = [য,খু]-বি. মোরগ মুরগী।। [দেখ কুইকর‍্যা] ।[৪১]
কুওলি = [খু] বি. হাড়ি বাসন রাখার মাটীর তৈরী উপকরণ।।[৪২]

এইরকম প্রতিটি শব্দের বিস্তারিত ব্যুৎপত্তি ও অর্থের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শব্দগুলির উচ্চারণটি খুব সুন্দরভাবে বোঝা গেছে। সেই সঙ্গে শব্দগুলির অর্থও আরো স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশেষ অবদান রেখেছেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহর তিনটি বইয়ের আলোচনা করেছি। তিনটি বইতেই তিনি বাংলা ভাষার অনেক দিক নিয়ে নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস বিষয়ক বইটিতে ভাষার অনেক দিক ও বিভিন্ন সূত্র উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গেও নিজের মৌলিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ক বইটিতে শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে অনেক দিক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণের অনেক দিক শহীদুল্লাহর আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আর বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান বিষয়ক বইটিতে বাংলা শব্দের অর্থ উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরেছেন। এই দিক থেকে বাংলা ভাষার প্রসারে শহীদুল্লাহর ভাবনা বাংলা ভাষাকে নতুনভাবে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। সেই সূত্রে শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে বাঙালির হৃদয়ে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত’, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, অষ্টম মুদ্রণ মে ২০১৪ ভূমিকা দ্রষ্টব্য (অতঃপর ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’ নামে উল্লিখিত)
২. ওই
৩. ওই, উপক্রমণিকা, পৃ. ১১
৪. ওই
৫. ওই, পৃ. ১৩
৬. ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’, পৃ. ১৫
৭. ওই, পৃ. ১৬
৮. ওই, পৃ. ১৭-১৮, ৩১
৯. ওই পৃ. ৬৯
১০. ওই, পৃ. ৭৪
১১. ওই, পৃ. ৮৬
১২. ওই, পৃ. ৮৯
১৩. ওই, পৃ. ১৫০-১৫১
১৪. ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৩৪২ সন, ভূমিকা দ্রষ্টব্য (অতঃপর ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’ নামে উল্লিখিত)
১৫. ওই
১৬. ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’, পৃ. ২
১৭. ওই
১৮. ওই
১৯. ওই, পৃ. ৩
২০. ওই
২১. ওই
২২. ওই
২৩. ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’, প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা একাডেমি, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ পৌষ ১৩৮০, প্রসঙ্গ-কথা দ্রষ্টব্য। (অতঃপর ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’ নামে উল্লিখিত)

২৪. 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', পৃ. ১
২৫. ওই, পৃ, ১৭
২৬. ওই, পৃ. ১২১
২৭. ওই, পৃ. ১৩০
২৮. ওই, পৃ. ১৬৮
২৯. ওই, পৃ. ১৭১
৩০. ওই, পৃ. ১৮৭
৩১. ওই, পৃ. ১৯০
৩২. ওই, পৃ. ২০১
৩৩. ওই, পৃ. ১
৩৪. ওই, পৃ. ৫
৩৫. ওই, পৃ. ২১
৩৬. ওই, পৃ. ৩২
৩৭. ওই, পৃ. ৬৫
৩৮. ওই, পৃ. ৬৮
৩৯. ওই, পৃ. ৭০
৪০. ওই
৪১. ওই
৪২. ওই, পৃ. ৭১

Prantik Gabeshana Patrika